28

৭৮

তারিখ 14 SEP 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষকদের প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ করা হবে

।। প্রফুল্ল কুমার ভক্ত ।।

সরকারী এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য প্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ করা হবে। এই ব্যাপারে সরকারী মহলে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হতে পারে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে।

গতকাল বুধবার সকালে বাংলাদেশ সচিবালয়স্থ কার্যালয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করা হলে তিনি জানান : এ ব্যাপ্রারে একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। কারণ শিক্ষার মান অনেক নীচে নেমে গেছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষাকে পণ্যের মতো বিক্রি করছেন। অপরদিকে কতিপয় ব্যক্তির হাতে শিক্ষা জিম্মি হয়ে পড়েছে। সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

প্রাইভেট পড়ানো
(১ম পাতার পর)

শিক্ষকদের বেতন তুলনামূলক কম, তারা প্রাইভেট পড়িয়ে বাড়তি কিছু রোজগার করেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হলে তাদের অসুবিধা হবে---এই বক্তব্যের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেনঃ সমমানের চাকরিজীবীদের চেয়ে শিক্ষকদের বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা আজ আর কম নয়।

চিন্তা-ভাবনার পটভূমি

সকালে বিকেলে এক শ্রেণীর শিক্ষক এতো বেশী প্রাইভেট পড়ান যে, ক্লাসে গিয়ে তাদের আর পড়ানোর উৎসাহ থাকে না। উপরন্তু কোন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য যদি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষককে প্রাইভেট পড়ানোর জন্য নিয়োগ না করা হয়, তাহলে তাদের পক্ষে যে কোন পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েকে ভর্তি করতে হলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে পূর্বাহ্নে প্রাইভেট পড়ানোর জন্য নিয়োগ করা একপ্রকার নিয়ম হয়ে গেছে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ও সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্যপ্রাইভেট পড়ানো নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ে কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে। শিগগিরই এ ব্যাপারে একটি কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে ওই সূত্র থেকে জানা যায়।